দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিরীয় স্কুলে বিমান হামলা নিয়ে তদন্তের আহ্বান জাতিসংঘের

জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন সিরিয়ার স্কুলে বিমান হামলার ঘটনার অবিলম্বে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে রাশিয়া ঐ ঘটনায় তাদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছে। বুধবারের ওই হামলায় ২০ জনেরও বেশি শিশু নিহত হয়েছে। খবর বিবিসি ও আল জাজিরার।

মানবাধিকারকর্মীর জানিয়েছেন, সিরিয়ার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইদলিব প্রদেশের একটি স্কুলকে লক্ষ্য করে বিমান হামলাটি চালানো হয়। জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে, আসছে শীতে সিরিয়ার পাঁচ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ সময় হবে। সিরিয়ায় জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা প্রধান জেন ইগল্যান্ড বলেন, নৃশংস সংঘাত আরও নির্মম হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর। জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ জানিয়েছেন, গত ১১ অক্টোবর থেকে সিরিয়ার পাঁচটি স্কুলকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয়। এদের একটি হচ্ছে ইদলিবের স্কুলটি। সিরিয়ার জরুরী সহায়তাকর্মী ও ব্রিটেনভিত্তিক পর্যবেক্ষক দল জানিয়েছে, ইদলিব হামলায় নিহতদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ জনে। তাদের অধিকাংশই শিশু। রাশিয়া ও সিরিয়ান মিত্রজোট হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মেজর জেনারেল ইগের কোনাশেনকভ জানান, ওই অভিযোগ মিথ্যা। কিন্তু ব্রিটেনভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানায়, যুদ্ধ রাশিয়ার নয়ত সিরিয়ান।

যুদ্ধবিমান গ্রামটির ওপর ছয়বার হামলা চালায়। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, যদি বিশ্বের ক্ষোভ সত্ত্বেও এ ধরনের ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে থাকে। তবে এর বড় কারণ হলো এর সংঘটনকারীরা বিচারের ভয় পায় না। ইউনিসেফ প্রধান বলেন, যদি এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়ে থাকে তবে তা যুদ্ধাপরাধ। পাঁচবছর আগে শুরু হওয়া যুদ্ধে সর্বশেষ নৃশংস ঘটনাটি হলো কোন স্কুলের ওপর চালানো সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা। শিশুরা তাদের পরিবার থেকে হারিয়ে গেছে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বৃহস্পতিবার বলেন, রাশিয়ান ফেডারেশন এ ধরনের ভয়ানক ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।